

এইচ এস সি অর্থনীতি

অধ্যায়-৮: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

প্রশ্ন ১ আবহমানকাল ধরেই বাংলাদেশ একটি আমদানি নির্ভর দেশ। প্রতি বছর দেশটি রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি করে থাকে। অতি সম্প্রতি দেশটি প্রচলিত পণ্যের পাশাপাশি বেশ কিছু অপ্রচলিত পণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করেছে। তাছাড়া রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি শূলক হ্রাস, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, শূলক রেয়াত, জালানির মূল্য হ্রাস, বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ ও বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

(জ. বো., দি. বো., সি. বো., ক. বো. ১৮। প্রশ্ন নং ১)

- ক. বিশ্বায়ন কী? ১
- খ. বৈদেশিক সাহায্যের তুলনায় বৈদেশিক বাণিজ্য উত্তম—
ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে লেনদেন ভারসাম্যের ঘাটতি দূরীকরণে গৃহীত
পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য সরকারের
গৃহীত ব্যবস্থা পর্যাপ্ত কি? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ
করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বায়ন হলো মূলধনসহ পণ্য ও সেবা প্রবাহের একটি সম্প্রিলিত ব্যবস্থা।

খ বৈদেশিক বাণিজ্য অর্থনীতির জন্য শুভ ফলাফল বয়ে আনে, কিন্তু বৈদেশিক সাহায্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

সাধারণত, উন্নয়নশীল দেশ আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জন্য বিদেশের ওপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর অত্যাধিক নির্ভরশীল হলে দেশের অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। তাছাড়া, বৈদেশিক দাতা সংস্থা বা দেশগুলো তাদের ঘণ্টের বিপরীতে বিভিন্ন কঠিন শর্তাবলোপ করে। এর ফলে পরনির্ভরশীলতা আরও বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর গুরুত্বাবলোপ করলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সম্বৰহণ নিশ্চিত হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে। তাই স্পষ্টতই বলা যায়, বৈদেশিক সাহায্যের তুলনায় বাণিজ্যই অধিক উত্তম।

গ উদ্দীপকে লেনদেন ভারসাম্যের ঘাটতি দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত করা হলো—

সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান উভয় প্রকার আমদানির মূল্য অপেক্ষা রপ্তানি মূল্য কম হলে লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি দেখা দেয়। আর এই ঘাটতি দূরীকরণে সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। যেমন— প্রচলিত পণ্যের পাশাপাশি অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি, রপ্তানি শূলক হ্রাস, প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি উদারীকরণ, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে লেনদেন ভারসাম্যের ঘাটতি দূর করার ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য হলো আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধি।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, বাংলাদেশে প্রতি বছর রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি হয়ে থাকে। এর ফলে বাণিজ্য ঘাটতি বা লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এই ঘাটতি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্যোগ-গ্রহণ করেছে। যেমন— উৎপাদন বৃদ্ধি, শূলক রেয়াত, বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ ও বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি। কাজেই বলা যায়, উপরের পদক্ষেপসমূহ উক্ত ঘাটতি দূরীকরণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

ঘ বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মূল্যায়ন করা হলো—

সরকার রপ্তানি বাণিজ্যে সমস্যাবলি চিহ্নিতকরণ এবং তা মুত সমাধানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটি দেশের রপ্তানি বিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে। সরকার রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির ওপর বাণিজ্য শূলক অব্যাহতি দেয়। এছাড়া আবগার্মি শূলকও প্রত্যাহার করে নেয়। সরকার রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য কম সুদে ঝণ প্রদান, রপ্তানি ঝণ নিশ্চিতকরণ, স্কিম প্রবর্তন, এক্সপোর্ট পারফরমেন্স লাইসেন্স বিশেষ সুবিধা প্রদান, রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি দল প্রেরণ, বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে।

রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে প্রযুক্তিবিদ্যা ও কারিগরি জ্ঞান, উন্নত কলাকৌশল ইত্যাদির উপরও যথাযথ গুরুত্বাবলোপ করা হচ্ছে।

তাছাড়া রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সরকার ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসে 'রপ্তানি ঝণ নিশ্চিতকরণ স্কিম' প্রবর্তন করে। এ স্কিমের আওতায় রাজনৈতিক বা অন্য কোনো কারণে রপ্তানি পণ্যের মূল্য প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হলে রপ্তানিকারকদের ঝণদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ স্কিমটি চালু হওয়ায় ঝণের নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং রপ্তানিকারকগণ রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসাহিত হয়েছে।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাগুলো পর্যাপ্ত।

প্রশ্ন ২ মি. আরিফ বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি তথ্য জানার জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরোর ওয়েবসাইট দেখেন। তিনি সেখানে দেখতে পারেন যে, বাংলাদেশ সরকার রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি করেছে। রপ্তানি উন্নয়ন বুরোর মাধ্যমে বিশ্ব বাজারে সার্ভে করাচ্ছে। রপ্তানিকারকদের আয়কর সুবিধা, রপ্তানি ঝণ ও কর অবকাশ সুবিধা দিচ্ছে। এর ফলে পাট, পাটজাত মুর্বা, চা, চামড়া, তৈরি ও হোসিয়ারি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, শাকসবজি, ফলমূল, জুতা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হচ্ছে। তিনি আরও জানতে পারেন যে, প্রচলিত পণ্যের চেয়ে অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি আয় ক্রমান্বয়ে অনেক বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(জ. বো., দি. বো., সি. বো., ক. বো. ১৮। প্রশ্ন নং ২)

- ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কী? ১
- খ. উচ্চত পণ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রচলিত ও অপ্রচলিত পণ্যের একটি তালিকা তৈরি করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের বর্ণিত সরকারি পদক্ষেপ দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে কীভাবে ভূমিকা রাখছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক সার্বভৌম দেশের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী মুর্বা ও সেবার বিনিময়কে আন্তর্জাতিক বা বৈদেশিক বাণিজ্য বলে।

খ উচ্চত পণ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি।

কোনো দেশ তার ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যতা ইত্যাদির জন্য কোনো একটি পণ্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করে। ফলে যে দেশটি যে মুর্ব্যটি বেশি উৎপাদন করে সেই মুর্ব্যটির উচ্চত অংশ রপ্তানি করে বিনিময়ে অন্যান্য মুর্ব্য অন্য কোনো দেশ হতে আমদানি করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশে সম্ভা শ্রমের প্রাচুর্যতা থাকায় গামেন্টস শিল্প গড়ে উঠেছে। প্রতি বছর বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের তৈরি পোশাক নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে এর বিনিময়ে তৈরি পোশাক শিল্পের কাঁচামাল শিল্প প্রধান দেশ থেকে আমদানি করে। সুতরাং বলা যায়, উচ্চত পণ্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

গ. বাংলাদেশে যেসব পণ্যসামগ্রী দীর্ঘকাল দরে বিশ্ববাজারে রপ্তানি করে আসছে, সেগুলোকে প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য বলে। অন্যদিকে, কিছু দিন পূর্বেও যেসব দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হতো না। কিন্তু সাম্প্রতিককালে রপ্তানি করা হয়, তাকে অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য বলা হয়। নিচে উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের প্রচলিত ও অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যসমূহের তালিকা তৈরি করা হলো—

বাংলাদেশের প্রচলিত ও অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যসমূহের তালিকা:

প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যসমূহ	অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যসমূহ
১. পাট	১. তৈরি ও হোসিয়ারি পণ্য
২. পাটজাত দ্রব্য	২. হিমায়িত খাদ্য
৩. চা	৩. শাকসবজি
৪. চামড়া	৪. ফলমূল
	৫. জুতা

ঘ. উদ্দীপকের বর্ণিত সরকারি পদক্ষেপ দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে আমি মনে করি। নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

১. বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের সমস্যাবলি দুটি সমাধান এবং রপ্তানি সম্পর্কে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে রপ্তানিসংক্রান্ত একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি বেসরকারি খাতকে রপ্তানি ক্ষেত্রে অধিকতর সুসংগঠিত করার মাধ্যমে পণ্য উন্নয়ন ও বিপণন সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যেও কাজ করছে।
২. দেশের রপ্তানি উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে সম্প্রতি সরকার দেশের রপ্তানি উন্নয়ন বৃত্তোকে একটি স্বায়ত্তশাসিত কর্পোরেশনে উন্নীত করে।
৩. বিদেশে আমাদের দ্রব্যের আরও অধিক এবং উভয় বাজার খুঁজে বের করার জন্য রপ্তানি উন্নয়নের বৃত্তো ইতোমধ্যেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর সার্ভে সম্পন্ন করেছে। সে অনুযায়ী বর্তমানে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
৪. পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা প্রভৃতি প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য ছাড়াও অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যের আয়ের ওপর সরকার আয়কর রিবেটের সুবিধা প্রদান করছে। ফলে অপ্রচলিত পণ্যাদির রপ্তানি উৎসাহিত হচ্ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৫. দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহ প্রদানের জন্য সরকার রপ্তানিকারকদের স্বল্প সুদে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঝণ দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ফলে রপ্তানিকারকদের জন্য ঝণের নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে রপ্তানি ঝণের পরিমাণও বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬. সুতরাং, উপর্যুক্ত সরকারি পদক্ষেপ দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ৩ বাংলাদেশে বিংশ শতাব্দীর শেষদিকেও রপ্তানিপণ্য বলতে হাতেগোনা কয়েকটি ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বাংলাদেশে রপ্তানিক্ষেত্রে কিছু নতুন পণ্য যুক্ত হয়। তৈরি পোশাক এমনই একটি পণ্য। কাঁচামাল প্রাপ্তি, শ্রমিকের মজুরি, অনিবাপদ কর্মপরিবেশ ইত্যাদি সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এটির ভূমিকা বাংলাদেশের রপ্তানি বাজারে উন্নেব্যোগ্য। যদি আমরা আইটেম সংখ্যা বৃদ্ধি, শ্রম অস্ত্রোষ দূর এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা নিশ্চিত করতে পারি, তবে আমাদের তৈরি পোশাক বিশ্ব বাজারে ১ম স্থান দখল করবে।

জ. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ১।

- বিশ্বায়ন কী? ১
- 'বাণিজ্য না হওয়ার চেয়ে কিছু বাণিজ্য ভালো।'— ব্যাখ্যা করো। ২
- উদ্দীপকে বর্ণিত রপ্তানি পণ্যটির সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্যাদি ব্যাখ্যা করো। ৩
- উদ্দীপক অনুসারে তৈরি পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করো। ৪

ক. বিশ্বায়ন হচ্ছে মূলধনসহ পণ্য ও সেবার অবাধ প্রবাহের একটি সম্মিলিত ব্যবস্থা।

খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ ও ভৌগোলিক বিশেষীকরণ।

তুলনামূলক ব্যয়নীতির ভিত্তিতে যে দেশ যে পণ্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা পায়, সে দেশ সেই পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করবে। আর, যে পণ্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা কম সেই পণ্য আমদানি করবে। এভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। আর বাণিজ্য না হলো বাধ্য হয়ে বেশি খরচে পণ্যটি উৎপাদন করতে হয়। এতে সম্পদের অপচয় হয়। তাই বলা যায়, একেবারে বাণিজ্য না হওয়ার চেয়ে কিছু বাণিজ্য হওয়া ভালো।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রপ্তানি পণ্যটি হলো তৈরি পোশাক। এই পণ্যটির সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্যাদি বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা হলো—

১. কাঁচামালের অভাব: তৈরি পোশাক শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল দেশের অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত না হওয়ায় আমদানি করতে হয়। ফলে সময়মতো কাঁচামাল না পাওয়া ও বেশি দামে ক্রয় ইত্যাদির কারণে ব্যবসায়ীরা সমস্যার সম্মুখীন হন।

২. প্রতিকূল কর্মপরিবেশ: বাংলাদেশের অধিকাংশ তৈরি পোশাক কারখানাগুলোতে কাজের প্রতিকূল পরিবেশ লক্ষ করা যায়। যেমন— অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্থীর কর্মসময় অনুসরণ না করা ইত্যাদি। এর ফলে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

৩. শ্রমিক অস্ত্রোষ: এদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের মজুরি তুলনামূলক অনেক কম হয়ে থাকে। এ জন্য শ্রমিকরা প্রায়ই বেতন বৃদ্ধি, কর্মসময় নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ে ধর্মস্থান ভাঙ্গে লিপ্ত থাকে, যা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তির ওপর আঘাত হানে।

উপর্যুক্ত সমস্যা ছাড়াও তৈরি পোশাক শিল্পে মূলধনের অভাব, দক্ষ শ্রমিকের অভাব, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্যা দেখা যায়।

ঘ. দুটি বিকাশমান শিল্প হিসেবে তৈরি পোশাক শিল্পের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। কারণ বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের বেশির ভাগই এই খাত থেকে আসে। এই শিল্পের প্রতি যত্নশীল হলে রপ্তানি আয় আরো বাঢ়বে।

বাংলাদেশ হতে তৈরি পোশাক শিল্পের মাত্র ১০-১২টি আইটেম রপ্তানি করা হয়। এই আইটেমের সংখ্যা বাড়ানো হলে রপ্তানি আয় আরো বাঢ়বে। আবার, কর্ম পরিবেশ উন্নত করার মাধ্যমে শ্রমিক অস্ত্রোষ দূর করা গেলে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা রাঢ়বে এবং মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নত হবে। এতে উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

যেকেনো ধরনের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখে। এদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, প্রণোদনা ও উদার শিল্পনীতির মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধি করা সম্ভব। তাছাড়া, সরকার সব সময় এখাতে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস-বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানে আগ্রহী, যা অধিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে সহায়ক।

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পে প্রয়োজনীয় ঝণ সহজলভ্য হলে উদ্যোক্তারা বেশি উহসাই হবে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি বাঢ়বে। তাছাড়া বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হলে এই শিল্পের আরো প্রসার ঘটবে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্প একটি সম্ভাবনাময় শিল্প।

প্রশ্ন ▶ ৪ বান্দরবানে প্রচুর আনারস উৎপাদন হয়। উৎপাদিত আনারসের মান যথেষ্ট ভালো। ব্যবসায়ীরা এ আনারস চট্টগ্রামের বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করেন। আবার সিলেটে ভালো মানের প্রচুর চা উৎপাদন হয়। উৎপাদিত চায়ের আমেরিকার বাজারে যথেষ্ট চাহিদা আছে।

জ. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ১।

- বাংলাদেশের কয়েকটি আমদানি দ্রব্যের নাম লেখ। ১
- 'বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশের জন্য আবশ্যিক'— ব্যাখ্যা করো। ২
- উদ্দীপকে চা এর বাণিজ্যকে কী নামে অভিহিত করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- আনারস এবং চা এর বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্যসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আমদানি দ্রব্যসামগ্রী হলো— ভোজ্য তেল, গম, অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম, সার, ক্রিংকার, সুতা, ভারী যন্ত্রপাতি, লৌহ, ইল্মপাত, কৃষি যন্ত্রপাতি, রেলওয়ে ইঞ্জিন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, খনিজ দ্রব্য প্রভৃতি।

খ বৈদেশিক সাহায্য একটি দেশের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এদেশে মুত্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যের গুরুত্ব অনন্বীক্ষ্য।

বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় স্বল্প। ফলে এখানে সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হারও নিম্ন। তাই এদেশের মুত্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছর বন্যা, ধরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই থাকে। বৈদেশিক সাহায্য এসব দুর্যোগ মোকাবেলায় সাময়িকভাবে ব্যাপক সহায়তা করে থাকে। এ কারণে বলা যায়, বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশের জন্য আবশ্যিক।'

গ উদ্দীপকে চা এর বাণিজ্যকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নামে অভিহিত করা যায়।

দুই বা ততোধিক দেশ যখন দ্রব্য ও সেবার আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে তখন তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন, বাংলাদেশের সাথে আমেরিকা বা পৃথিবীর যেকোনো দেশের বাণিজ্যকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা যায়। বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক ব্যয় সুবিধা ভোগ প্রভৃতি কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

উদ্দীপকে উন্নিষ্ঠিত সিলেটে ভালো মানের প্রচুর চা উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত চায়ের আমেরিকার বাজারে যথেষ্ট চাহিদা আছে। এই চা আমেরিকার বাজারে বিক্রি করে আমরা প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। বাংলাদেশের সাথে আমেরিকায় চায়ের এই বাণিজ্য আন্তর্জাতিকভাবেই হয়ে থাকে। তাই চায়ের বাণিজ্যকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা যেতে পারে।

ঘ বান্দরবানের আনারস চট্টগ্রামের বাজারে বিক্রি হলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সংঘটিত হবে। অন্যদিকে, সিলেটের চা আমেরিকার বাজারে বিক্রি হলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হবে। অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল ভিত্তি এক হলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। উৎপাদনের উপাদানসমূহের গতিশীলতার পার্থক্য, পৃথক মুদ্রাব্যবস্থা, পৃথক বাজারব্যবস্থা, পৃথক অর্থনৈতিক পরিবেশ, পৃথক বাণিজ্যনীতি প্রভৃতি কারণে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রথমত, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য মুদ্রা ও ব্যাংকব্যবস্থা একই রকম। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে মুদ্রা রূপান্তরের প্রয়োজন পড়ে।

দ্বিতীয়ত, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে দেশের মধ্যে একই ধরনের কর ব্যবস্থা, আধিক নীতি, রাজস্ব নীতি বিদ্যমান থাকায় কোনো সমস্যা হয় না। অপরদিকে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ফলে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়।

তৃতীয়ত, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিজ দেশের মধ্যে পরিবহন ব্যয় খুব একটা প্রভাবিত করে না। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দুটি দেশের মধ্যে পরিবহন ব্যয়ে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। কারণ দূরত্ব অনুযায়ী ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

চতুর্থত, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একই সরকার বিদ্যমান, ফলে কোনো সমস্যা হয় না। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পৃথক জাতীয় সরকার, ফলে পৃথক ও স্বাধীন বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করে। এ কারণে কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি হয়।

পঞ্চমত, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদি কোনোভাবে প্রভাবিত করে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভাষা, ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে থাকে।

গ্রন্থ ▶ ৫ মৎস্যজীবী কার্যেস। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তিনি মৎস্য চাষ করেন। বিল ইজারা নেন। এ ছাড়াও বর্ষা মৌসুমে নদীতে ও হাওরে প্রচুর মাছ শিকার করেন। সব মাছ বাজারজাত করা সম্ভব হয় না। ফলে অবিকৃত প্রচুর মাছ শুটকি করে রাখেন। কারণ তিনি জানেন বিদেশে শুটকি মাছের প্রচুর চাহিদা এবং দামও ভালো। তাই কার্যেস মজুদকৃত শুটকি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন। /দি. বো. ৩৭। প্রশ্ন নং ৯। ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এত কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ৮।

ক. বৈদেশিক সাহায্য কী?

খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব কার্যেসের উৎপাদিত শুটকি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সাহায্য করে— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশ থেকে এরূপ আর কী ধরনের পণ্য রপ্তানি করা যায়? আলোচনা করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈদেশিক সাহায্য হলো একদেশ কর্তৃক অন্যদেশের জন্য সামরিক ও বেসামরিক পর্যায়ে সাময়িকভাবে অর্থ সম্পদ ও কারিগরি সহায়তা।

খ পৃথিবীর কোনো দেশের পক্ষেই প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। ফলে বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবার জন্য একদেশ অন্যদেশের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। এজন্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের পার্থক্য হেতু কোনো বিশেষ দেশ, বিশেষ পণ্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করতে পারে। আপেক্ষিক সুবিধা অনুযায়ী, কোনো বিশেষ দ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানি করে থাকে এবং আপেক্ষিকভাবে যা উৎপাদনে অসুবিধা সে দ্রব্য আমদানি করে। যেমন— বাংলাদেশ চীনে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে সে দেশ থেকে কাপড় আমদানি করলে বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

গ জনাব কার্যেসের উৎপাদিত শুটকি অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য হিসেবে বিদেশে রপ্তানি করলে তা প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সাহায্য করে।

যে সকল দ্রব্য কিছুকাল আগেও রপ্তানি করা হতো না, কিন্তু বর্তমানে রপ্তানি করা হয় তাকে অপ্রচলিত দ্রব্য বলে। এসব দ্রব্যের মধ্যে তৈরি পোশাক, হোসিয়ারি দ্রব্য, হিমায়িত খাদ্য, কৃষিজাত দ্রব্য উল্লেখযোগ্য। অপ্রচলিত দ্রব্য হিসেবে হিমায়িত খাদ্য একটি প্রধান রপ্তানিজাত দ্রব্য। বাংলাদেশ হতে টাটকা ও লোনামাছ, হিমায়িত গলদা চিংড়ি, হিমায়িত ইলিশ, ব্যাঙের পা এবং বিভিন্ন মাছের শুটকি রপ্তানি করা হয়। এসব দ্রব্য সাধারণত যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, ইতালি, ভারত, হল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরে রপ্তানি করা হয়। ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ খাত হতে অর্জিত আয় যথাক্রমে ৫৩৬ ও ৩৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

জনাব কার্যেসের উৎপাদিত শুটকি অ-প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। উদ্দীপকে জনাব কার্যেস একজন মৎস্যজীবী এবং বর্ষায় তিনি প্রচুর মাছ শিকার করেন যার সবটুকু বাজারজাত করা সম্ভব হয় না। ফলে প্রচুর মাছ অবিকৃত থেকে যায়, যা তিনি শুটকি হিসেবে সংরক্ষণ করেন। বিদেশে শুটকির চাহিদা ও দাম ভালো হওয়ায় জনাব কার্যেস মজুদকৃত শুটকি বিদেশে রপ্তানি করে তার অবিকৃত মাছের লোকসানকে মুনাফায় বৃপ্তির করেন। জনাব কার্যেসের মতো অন্যান্য মৎস্যজীবীরাও যদি শুটকি উৎপাদন ও রপ্তানি করে তাহলে এ খাত আরো সম্প্রসারিত হবে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ঘ বাংলাদেশ থেকে এরূপ আরও অনেক অপ্রচলিত দ্রব্য আছে যা রপ্তানি করলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

অপ্রচলিত পণ্য বলতে সে সকল পণ্য বা সেবাকে বোঝায় যেগুলো কিছুকাল আগেও রপ্তানি করা হতো না, কিন্তু বর্তমানে রপ্তানি করা হয়। এ সকল সম্ভাবনাময় খাতগুলো সংক্ষিপ্তভাবে নিচে আলোচনা করা হলো: তৈরি পোশাক: মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ এবং আমেরিকায় বাংলাদেশি পোশাকের চাহিদা অনেক এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ খাতে আয় ৯৫৬৩ মিলিয়ন ডলার।

- ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কী? ১
 খ. আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রধান দুটি পার্থক্য লেখ। ২
 গ. শপিংমলে হাবিবের দেশের পণ্য কম হওয়ার কারণ কী? ৩
 ঘ. উদ্দীপকে হাবিবের দেশের বেশি পণ্যসামগ্রী শপিংমলে দেখতে হলে কী করা প্রয়োজন? ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী দ্রব্য ও সেবাকর্মের বিনিময়কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে।

খ আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মধ্যে প্রধান দুটি পার্থক্য নিম্নরূপ:

- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার পার্থক্যহেতু বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এ ধরনের কোনো বাধা থাকে না।
- বিভিন্ন দেশের মধ্যে সরকারি বাধা-নিষেধ, শুল্ক, কর, বৈদেশিক বিনিময় হার ইত্যাদি ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকে বলে বাণিজ্য নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও জটিলতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবৃপ্ত সরকারি বিধি-নিষেধের পার্থক্য না থাকায় দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে জটিলতা থাকে না।

গ বাংলাদেশের হাবিব দুবাই- এর শপিংমলে কেনাকাটা করতে গিয়ে সেখানে বাংলাদেশের প্রাণ ও RFL কোম্পানির পণ্যসামগ্রী দেখে পুলকিত হয়। তবে সে লক্ষ করে, সেখানে অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের পণ্যসামগ্রীর তুলনায় তার নিজ দেশের পণ্যসামগ্রীর পরিমাণ অনেক কম। দুবাই-এর শপিংমলে হাবিবের দেশের পণ্যসামগ্রী কম হওয়ার কিছু কারণ রয়েছে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে তা ব্যাখ্যা করা হলো:

পণ্যের নিম্নমান: বাংলাদেশের অধিকাংশ রপ্তানি পণ্য নিম্নমানের। নিম্নমানের কাঁচামাল, অদক্ষ শ্রমিক, পুরাতন প্রযুক্তি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি কারণে এখানকার কলকারাখানায় উৎপাদিত পণ্য হয় নিম্নমানের। তাহাড়া রপ্তানিযোগ্য পণ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও পুদামজাতকরণের অভাবেও তার মানের অবনতি ঘটে। এসব পণ্য বিদেশের বাজারে অন্যান্য দেশের উন্নতমানের পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না এবং ক্রেতা হারায়।

পরিবহন সমস্যা: সাধারণভাবেই বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থা অনুন্নত, বৃক্ষিপূর্ণ ও ব্যবহুল। আর রপ্তানিযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে এ সমস্যা আরো ক্ষুঁত ও প্রকট। অন্যান্য দেশের জাহাজ সংস্থার তুলনায় আমাদের জাতীয় জাহাজ চলাচল সংস্থা 'বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন' দুর্বল ও অদক্ষ। এ কারণে রপ্তানি পণ্যের পরিবহনের জন্য আমাদেরকে বিদেশি জাহাজ কোম্পানির ওপর নির্ভর করতে হয়। পরিবহনের অসুবিধার জন্য অনেক সময় বিদেশি ক্রেতাদেরকে সময়মতো পণ্য সরবরাহ করা যায় না।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা: দেশে দুটি শিল্পোন্নত স্বার্থে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা দরকার। বাংলাদেশে বহু বছর যাবৎ রাজনৈতিক হানাহানি, হরতাল, জ্বালাও, পোড়াও আন্দোলন ইত্যাদি চলে আসছে। এ পরিস্থিতিতে শিল্পোন্নত দারুণভাবে বিহ্বিত হয়। অনেক সময় বিদেশি ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী, পণ্য সময়মতো পাঠানো যায় না। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভিন্ন সমস্যার কারণে বিদেশের বাজারে এ দেশের পণ্যের পরিমাণ লক্ষণ্যভাবে কম।

ঘ উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায়, বিদেশের বাজারে হাবিবের দেশের তথা বাংলাদেশের পণ্যের পরিমাণ বেশ কম। বিদেশের বাজারে এদেশের পণ্য বেশি পরিমাণে প্রেরণ করতে হলে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- বিদেশে আমাদের রপ্তানি পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হলে রপ্তানি পণ্যের পরিবহন ও বন্দরের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাসহ সকল প্রকার অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন দরকার। এ উদ্দেশ্যে নতুন কন্টেইনার বন্দর নির্মাণসহ চট্টগ্রাম ও খুলনার বন্দরের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা আরো সম্প্রসারণ আবশ্যিক।

- অন্য দেশের জাহাজের ওপর নির্ভর রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা অনিশ্চিত, বুকিপূর্ণ ও অত্যন্ত ব্যবহুল হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমাদের নিজস্ব জাহাজ চলাচল সংস্থা তথা 'বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনকে' আরো শক্তিশালী ও বাণিজ্যিক জাহাজের বহর সম্প্রসারিত করতে হবে।
- বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের অধিকাংশের গুণগত মান সত্ত্বেও সম্প্রসারণক নয়। সুতরাং, রপ্তানি পণ্যের পরিমাণ বাড়াতে হলে দক্ষ শ্রমিক ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে রপ্তানি পণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করতে হবে।
- রপ্তানি পণ্যের দাম কম রাখার জন্য রপ্তানিমূলী শিল্পের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে রপ্তানিমূলী শিল্পে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম হ্রাস, প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির ওপর রেয়াত, ট্যাক্স হলিডে সুবিধা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।
- আমাদের কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ বাড়াতে হলে পণ্যের শ্রেণিবিভাগ ও নমুনাকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এমনটি হলে বিদেশি ক্রেতার তাদের চাহিদামূলক পণ্য ক্রয় করতে পারবে।
- রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত শিল্প মেলায় এদেশের পণ্যের প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন দেশে অবস্থিত আমাদের কৃটনৈতিক মিশনগুলোও এ ব্যাপারে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে।

উপরের ব্যবস্থাদি গ্রহণ করলে আমাদের রপ্তানির পরিমাণ বাড়বে। তখন বিদেশের শপিংমলগুলোতে হাবিবের দেশ তথা বাংলাদেশের পণ্য বেশি পরিমাণে দেখা যাবে।

ঞ **১০** নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য

ক্রমিক নং	পণ্য	২০১২-১৩ (কোটি টাকা)	২০১৩-১৪ (কোটি টাকা)
১	চা	২	৪
২	তৈরি পোশাক	১১০৪০	১২৪৪২
৩	হস্তশিল্পজাত পণ্য	৬	৮

ব/ লো. ১৭। এপ্র নং ৮।

- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কী? ১
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয় কেন? ২
- উদ্দীপকে ২নং সারিতে উল্লিখিত পণ্যটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩
- তুমি কি মনে কর, ৩নং সারিতে উল্লিখিত খাতটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিকভাবে একটি সম্ভাবনাময় খাত? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী, দ্রব্য ও সেবার বিনিময়কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে।

খ সূজনশীল ৫ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ উদ্দীপকের ২নং সারণিতে উল্লিখিত পণ্যটি হলো তৈরি পোশাক। বর্তমানে এটি হলো আমাদের প্রধান রপ্তানি পণ্য। আমাদের দেশে পণ্যটির তথা পোশাক শিল্পের অর্থনৈতিক অনেক গুরুত্ব রয়েছে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো:

বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সর্ববৃহৎ খাত হলো তৈরি পোশাক শিল্প। এ শিল্পে প্রায় ১.৫ কোটি শ্রমিক নিয়োজিত আছে। তাহাড়া বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক অবহেলিত, সুবিধাবণ্ণিত ও দরিদ্র নারীরা এ শিল্পে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার সুযোগ পেয়েছে। পোশাক শিল্প দেশে একদল দক্ষ উদ্যোগ্য শ্রেণি গড়ে তুলেছে। দেশে শিল্পবান্ধব পরিবেশ ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি ভালো থাকলে এ উদ্যোগ্য শ্রেণি দেশের শিল্পায়নে মূল্যবান ভূমিকা রাখতে পারবে।

পোশাক শিল্পের প্রয়োজনে দেশে অন্যান্য সহায়ক শিল্প যেমন সুতা, কাটন, পলিব্যাগ, লেভেল, গামটেপ, প্যাকিং ইত্যাদি শিল্প গড়ে উঠেছে। পোশাক শিল্পের উন্নয়নে সাথে সাথে এসব ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প (পশ্চাত সংযোগ

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্যকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে।

খ বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রচলিত রপ্তানি পণ্য: কাঁচাপাট, পাটজাত মুব্য, চা, চামড়া ও চামড়াজাত মুব্য, কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট, নেপথালিন, ফার্মেস তেল ও বিটুমিন প্রভৃতি।
অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য: তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, হিমায়িত খাদ্য, জুতা, হস্তশিল্পজাত মুব্য, কৃষিপণ্য যেমন- শাকসবজি ও ফলমূল, রাসায়নিক মুব্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কর্মসূচি রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

রপ্তানিমূখী শিল্পের উৎপাদন খরচ হ্রাসের লক্ষ্যে এসব শিল্পে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিয়মিত সরবরাহ করা হচ্ছে। তাছাড়া এসব শিল্পে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম হ্রাস করা হয়েছে। আবার, রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে প্রযুক্তিবিদ্যা ও কারিগরি জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উন্নত কলাকৌশল ও কারিগরি জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন। এ অবস্থায় রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আভাব দূর করা হচ্ছে।

দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদানের জন্য সরকার রপ্তানিকারকদেরকে অপেক্ষাকৃত কম সুদে শিল্প ঝণ্ডানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ফলে রপ্তানিকারকদের জন্য ঝণ্ডের নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রপ্তানির পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সরকার ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসে 'রপ্তানি ঝণ নিশ্চিতকরণ স্কিম' প্রবর্তন করে। এ স্কিমের আওতায় রাজনৈতিক বা অন্য কোনো কারণে রপ্তানি পণ্যের মূল্য প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধিতার সূচি হলে রপ্তানিকারকদের ঝণ্ডানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ স্কিমটি চালু হওয়ায় ঝণ্ডের নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং রপ্তানিকারকগণ রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসাহিত হয়েছে।

ঘ রপ্তানি সম্প্রসারণের ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়। এজন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। যেমন-

রপ্তানি বহুমুখীকরণ: এ যাবৎ বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য মুষ্টিমেয় কয়েকটি পণ্যের সমন্বয়ে গঠিত। আমাদের একক বৃহত্তম রপ্তানি খাত হলো তৈরি পোশাক যা থেকে দেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮০ ভাগ আসে। এ তৈরি পোশাকের পাশাপাশি পাটজাত মুব্য, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, কম্পিউটার সফটওয়্যার, হোম টেক্সটাইল, ইঞ্জিনিয়ারিং মুব্য, চামড়াজাত পণ্য, রাসায়নিক সার, পাদুকা, সিরামিক মুব্য, চিংড়ি, খেলনা প্রভৃতি মুব্য রপ্তানির উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

বাজার সম্প্রসারণ: বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানির সিংহভাগ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে হয়। এ সীমিত সংখ্যক দেশগুলোর পাশাপাশি ভারত, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশে রপ্তানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

রপ্তানি পণ্যের মান উন্নয়ন: বাংলাদেশের কতিপয় রপ্তানি পণ্যের উপযুক্ত মান নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে আপত্তি থাকায় এসব পণ্য যথাযথ দাম পাওয়া না। সুতরাং, আন্তর্জাতিক মানের পণ্য উৎপাদনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষ শ্রম নিয়োগ করা দরকার। প্রতিষ্ঠিত শিল্পে পণ্যের মান উন্নয়ন কঠিন কিছু নয়।

রপ্তানি মুব্যের প্রচার: সরকার তথা রপ্তানিকারকগণ রপ্তানিজাত মুব্যের বিজ্ঞাপন বা প্রচারণা করতে পারে। এতে রপ্তানিজাত মুব্যের প্রসার ঘটে এবং রপ্তানি বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করলে দেশের রপ্তানি বাণিজ্য দ্রুত সম্প্রসারিত হবে বলে আমি মনে করি।

গ্রন্থ ► ১৫ 'A' দেশ তার নিজস্ব সম্পদ কাজে লাগিয়ে দ্রব্য উৎপাদন করে এবং দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রয়-বিক্রয় করে। 'B' দেশ তার উৎপাদিত পণ্য নিজ দেশ ছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য দেশের বাজারে বিক্রয় করে এবং অন্য দেশের পণ্য নিজ দেশের জন্য ক্রয় করে। ফলে 'B' দেশে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয় এবং ভোক্তারাও বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়।

ক্ষেত্রে ১৫। গ্রন্থ নং ৮।

ক. বিশ্বায়ন কী?

খ. তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, টাটকা ফল ইত্যাদি বাংলাদেশের কোন ধরনের রপ্তানি পণ্য এবং কেন? ২

গ. A ও B দেশের বাণিজ্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি?— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'B' দেশের বাণিজ্যের গুরুত্ব কতটুকু বলে তুমি মনে কর? ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বায়ন হচ্ছে মূলধনসহ পণ্য ও সেবার অবাধ প্রবাহের একটি সম্প্রিলিত ব্যবস্থা।

খ তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, টাটকা ফল ইত্যাদি বাংলাদেশের অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য।

যেসব পণ্যসামগ্রী কিছুদিন আগেও বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি করা হতো না; কিন্তু সাম্প্রতিককালে রপ্তানি করা হচ্ছে সেসব পণ্যকে সাধারণভাবে অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য বলা হয়। যেমন— তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্যসামগ্রী, হোসিয়ারি মুব্য, হস্তশিল্পজাত মুব্য, সারঁ ও রাসায়নিক মুব্য, শাকসবজি, ফলমূল প্রভৃতি।

গ A ও B দেশের বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে।

A দেশের বাণিজ্য হলো অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। অন্যদিকে, B দেশের বাণিজ্য হলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। নিচে উভয় বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হলো—

১. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভিন্ন সার্বভৌম দেশের মধ্যে সংঘটিত হয়।

২. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারি নীতির কোনো ভিন্নতা নেই। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারি নীতির ভিন্নতা রয়েছে।

৩. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে লেনদেনজনিত কারণে লেনদেনের ভারসাম্যের কোনো সমস্যা থাকে না। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনজনিত কারণে লেনদেনের ভারসাম্যে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৪. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে পরিবহণ ও বিমা ব্যয়ের তেমন পার্থক্য লক্ষ করা যায় না। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিবহণ ও বিমা ব্যয়ের অনেক পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

৫. একটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক কার্যক্রম অবাধে পরিচালিত হয়। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বিধি নিষেধ আরোপিত হয় বলে বাণিজ্য অবাধে চলতে পারে না।

ঘ অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'B' দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অভ্যন্তর গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

প্রথমত, বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক উন্নয়নে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। রপ্তানি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে না পারলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যয় সংস্থান করা সম্ভব হয় না। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলো তার অবকাঠামো উন্নয়নে বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে উন্নত দেশগুলো থেকে সহযোগিতা পেয়ে থাকে। এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জিত হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুক্ত বা অবাধ বাণিজ্য পরিচালিত হলে দেশের আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণ সম্ভব হয়। এর ফলে তুলনামূলক ব্যয়নীতির ভিত্তিতে যে দেশ যেসব মুব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা পায় সে দেশ সেসব মুব্য উৎপাদনে পারদর্শী হয়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, একটি দেশ সকল প্রকার মুব্য সমান পারদর্শিতার সাথে উৎপাদন করতে পারে না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ সম্ভব হয়ে থাকে। এর ফলে দেশ-বৈদেশে উৎপাদন সর্বোচ্চ স্তরে পৌছায়।

চতুর্থত, কোনো দেশই তার প্রয়োজনীয় সব দ্বাৰা উৎপাদন কৰতে পাৰে না। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে একটা দেশ তার প্রয়োজনীয় অনুৎপাদিত দ্রব্যসামগ্ৰী সহজেই বিদেশ হতে সংগ্ৰহ কৰতে পাৰে। যেমনঃ তেলসমূহৰ মধ্যপ্ৰাচ্যের দেশগুলোতে পাট উৎপাদিত হয় না। অপৰপক্ষে, বাংলাদেশে তেল উৎপাদন না হলেও প্ৰচুৰ পাট জন্মে। এমতাৰস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ তেল এবং মধ্যপ্ৰাচ্যের দেশগুলো পাট আমদানি কৰতে পাৰে।

পঞ্চমত, যেসব দ্রব্য দেশেৰ মধ্যে উৎপাদন কৰা ব্যয়বহুল তা কম দামে অন্য কোনো দেশ হতে ক্ৰয় কৰা সম্ভব। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে একটি দেশ নিজেৰ দেশেৰ ব্যয়বহুল দ্রব্য উৎপাদন না কৰে তা কম দামে বিদেশ হতে আমদানি কৰে দেশীয় মূলধনেৰ সংস্থান কৰতে পাৰে।

ষষ্ঠত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে কোনো দেশেৰ উচ্চত পণ্য বিদেশে রপ্তানি কৰে বৈদেশিক মুদ্ৰা অৰ্জন বা অন্য কোনো দ্রব্য আমদানি কৰা সম্ভব হয়। এভাবে একটি দেশ তার উচ্চত পণ্যকে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নে নিয়োজিত কৰতে পাৰে।

প্ৰশ্ন ▶ ১৬ আবদুৱ রহমান বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলেৰ একজন খেলোয়াড়। তিনি অস্ট্ৰেলিয়া সফৱেৰ সময় মেলবোৰ্নেৰ একটি শপিং মলে পোশাক কিনতে গিয়ে দেখেন যে সেখানে বাংলাদেশে প্ৰস্তুতকৃত পোশাকই সব থেকে বেশি আকৰণীয় এবং দামে সন্তা। এছাড়াও তিনি পুৱো শপিংমলে বাংলাদেশে প্ৰস্তুতকৃত বিভিন্ন ধৰনেৰ পণ্য দেখতে পান। তিনি খুব খুশি হন এবং মনে মনে ভাবেন বাংলাদেশ শুধু পণ্য আমদানি কৰে না রপ্তানিও কৰে।

/সি. বো. ১৬। গ্ৰন্থ নং ৭।

- ক. অভ্যন্তৰীণ বাণিজ্য কী? ১
- খ. বাংলাদেশেৰ রপ্তানিযোগ্য অপ্ৰচলিত শিল্পজাত পণ্যগুলো কী কী? ২
- গ. উচ্চীপকে বৰ্ণিত ঘটনাটি বাণিজ্যেৰ কোন বিষয়েৰ সাথে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা কৰ। ৩
- ঘ. উচ্চীপকে উল্লিখিত পণ্য রপ্তানিৰ বিষয়টি বাংলাদেশেৰ অৰ্থনৈতিকে কী ধৰনেৰ ভূমিকা রাখবে বলে মনে কৰ? ব্যাখ্যা দাও। ৪

১৬নং প্ৰশ্নেৰ উত্তৰ

ক একই দেশেৰ বিভিন্ন অঞ্চলেৰ মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্যকে অভ্যন্তৰীণ বাণিজ্য বলে।

খ সৃজনশীল ১৫ এৰ 'খ' নং প্ৰশ্নোত্তৰ দেখো।

গ উচ্চীপকে বৰ্ণিত ঘটনাটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেৰ সাথে সম্পৃক্ত।

স্বাধীন ও সাৰ্বভৌম দুই বা ততোধিক রাষ্ট্ৰেৰ মধ্যে বৈধভাৱে বাণিজ্য সংঘটিত হলে তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একটি দেশেৰ সম্পদ বৃদ্ধিতে ও অৰ্থনৈতিক উন্নয়নকে নানাভাৱে প্ৰভাৱিত কৰে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেৰ ভিত্তি হচ্ছে শ্ৰমবিভাগ ও ভৌগোলিক বিশেষীকৰণ। ভৌগোলিক বিশেষীকৰণেৰ ওপৰ ভিত্তি কৰেই মূলত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়ে উঠেছে। এ বাণিজ্য আপেক্ষিক সুবিধা অনুযায়ী কোনো দেশ বিশেষ দ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি কৰে থাকে। এৰ ফলে সম্পদেৰ সৃষ্টি ব্যবহাৰ নিশ্চিত হয়, যা অৰ্থনৈতিক উন্নয়নেৰ পূৰ্বশৰ্ত।

আবাৰ, এক দেশেৰ দ্রব্যসামগ্ৰী অন্য দেশে প্ৰবেশেৰ মাধ্যমে এবং উচ্চ দ্রব্যেৰ বাজাৱ বিষ্঵বাজাৱে প্ৰসাৱিত হয় এবং অনুৎপাদিত দ্রব্য ভোগেৰ সুযোগ পাওয়া যায়। দেশীয় দ্রব্যেৰ উৎপাদন বৃদ্ধি হ'ব রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। এতে মূলধনেৰ গতিশীলতা বাঢ়ে। আৱ যে সকল পণ্য নিজ দেশে উৎপাদন কৰা সম্ভব হয় না অৰ্থাৎ উৎপাদন বায় বেশি থাকে যেসব দ্রব্যেৰ চাহিদা মেটাবোৱ জন্য আমদানি কৰা হয়। তাই বলা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেৰ মাধ্যমে বাংলাদেশেৰ তৈরি পোশাকসহ বিভিন্ন ধৰনেৰ পণ্য যেমন রপ্তানি কৰা হয়, তেমনি বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয় দ্রব্যও আমদানি কৰে ভোগ কৰা যায়।

ঘ বাংলাদেশেৰ মতো উন্নয়নশীল দেশে দুটি অৰ্থনৈতিক উন্নয়নেৰ জন্য প্ৰচুৰ পৱিমাণ বৈদেশিক মুদ্ৰা প্ৰয়োজন। তাই দেশেৰ রপ্তানিৰ পৱিমাণ বৃদ্ধি তথা বৈদেশিক মুদ্ৰা অৰ্জন সম্ভব হলে অৰ্থনৈতিৰ লেনদেন ভাৱসাম্যেৰ ঘাটতি দূৰ হবে।

বাংলাদেশেৰ প্ৰধান প্ৰধান রপ্তানি দ্রব্যসমূহ প্ৰচলিত ও অপ্ৰচলিত রপ্তানি দ্রব্যে ভাগ কৰা হয়েছে। প্ৰচলিত দ্রব্যসমূহেৰ মধ্যে রয়েছে কাঁচাপাট, চা, চামড়া, কাগজ, নিউজিনিট ও কাগজজাত দ্রব্য, ন্যূপথালিন, ফাৰ্নেস অয়েল ও বিটুমিন ইত্যাদি। অন্যদিকে, অপ্ৰচলিত দ্রব্যসমূহেৰ মধ্যে রয়েছে তৈৰি ও হোসিয়াৱি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, শাকসবজি ও ফলমূল, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, সার ও রাসায়নিক দ্রব্য, জুতা, সিৱামিক সামগ্ৰী, পেট্ৰোলিয়াম উপজাত, দিয়াশলাই, গুড়, ইঞ্জিনিয়াৱিং দ্রব্যাদি ইত্যাদি। এসব পণ্যসমূহেৰ মধ্যে তৈৰি পোশাক ও নিটওয়্যার রপ্তানি থেকে বাংলাদেশেৰ রপ্তানি আয়েৰ সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্ৰা অৰ্জিত হয়। তাছাড়া দেশটিতে খাদ্য ঘাটতি, ক্ৰমবৰ্ধমান বেকারত্ব, প্ৰতিকূল বাণিজ্য ভাৱসাম্য থেকে রক্ষা পাওয়াৰ জন্য প্ৰয়োজন রপ্তানি বাণিজ্যেৰ সম্প্ৰসাৱণ। দেশেৰ অভ্যন্তৰে এসব উৎপাদিত দ্রব্যেৰ চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানিৰ মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্ৰা অৰ্জন সম্ভব হলে দেশীয় দ্রব্যেৰ উৎপাদন বাড়বে, নতুন নতুন শিল্প-কাৰখনা স্থাপন হবে, মূলধনেৰ গতিশীলতা বাড়বে, কৰ্মসংস্থান বাড়বে। অপৰদিকে, রপ্তানি আয়েৰ মাধ্যমে আমদানি ব্যয়েৰ ঘাটতি কমবে এবং লেনদেন ভাৱসাম্যে অনুকূল অবস্থা বিৱাজ কৰবে।

বৰ্তমানে আন্তর্জাতিক বাজাৱে তৈৰি পোশাক শিল্পেৰ চাহিদা অনেক বেশি থাকায় এ শিল্পেৰ উৎপাদন বৃদ্ধি তথা রপ্তানি বৃদ্ধিৰ মাধ্যমে দেশেৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন তুলাবিত কৰা সম্ভব হবে বলে আমি মনে কৰি।

প্ৰশ্ন ▶ ১৭ জনাৰ সালমান '৪' দেশে বসবাস কৰেন। দেশটিৰ পণ্য রপ্তানি আয়েৰ সারণি নিম্নৰূপ:

পণ্য	মোট রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলাৰ)
১. কাঁচাপাট	২৬৬
২. হিমায়িত খাদ্য	৫৯৮
৩. পাটজাত পণ্য	৭০১
৪. চামড়া	৩৩০
৫. চা	৩
৬. তৈৰি পোশাক	৯৬০৩
৭. রাসায়নিক দ্রব্য	১০৩
৮. হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	৫

রপ্তানি বাণিজ্যেৰ সম্প্ৰসাৱণে দেশটিৰ সৱকাৱ নতুন বাজাৱ অনুসন্ধান, বাণিজ্য মেলাৱ আয়োজন, বিশ্বেৰ বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যিক অফিস খোলা এবং বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণেৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে।

/সি. বো. ১৬। গ্ৰন্থ নং ৭।

- ক. বিশ্বায়ন কী? ১
- খ. সৱকাৱ নীতি এবং উৎপাদন ব্যবস্থাৰ দৃষ্টিকোণ থেকে অভ্যন্তৰীণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কি একই? ব্যাখ্যা কৰ। ২
- গ. উচ্চীপকে বৰ্ণিত '৪' দেশেৰ রপ্তানি পণ্যেৰ তালিকাৰ ভিত্তিতে বাংলাদেশেৰ প্ৰচলিত: এবং অপ্ৰচলিত রপ্তানি পণ্যেৰ একটি তালিকা তৈৰি কৰ। ৩
- ঘ. রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়নেৰ লক্ষ্যে সৱকাৱেৰ গৃহীত উদ্যোগসমূহ মূল্যায়ন কৰ। ৪

১৭নং প্ৰশ্নেৰ উত্তৰ

ক বিশ্বায়ন হচ্ছে মূলধনসহ পণ্য ও সেৱাৰ অবাধ প্ৰবাহেৰ একটি সমিলিত ব্যবস্থা।

খ সৱকাৱ নীতি এবং উৎপাদন ব্যবস্থাৰ দৃষ্টিকোণ থেকে অভ্যন্তৰীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যথেষ্ট ভিন্নতা রয়েছে।

অভ্যন্তৰীণ বাণিজ্যেৰ ক্ষেত্ৰে সৱকাৱ নীতিৰ ভিন্নতা নেই, অভ্যন্তৰীণ বাণিজ্যেৰ ওপৰ দেশেৰ সৱকাৱেৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱ রয়েছে। অন্যদিকে, বৈদেশিক বাণিজ্যেৰ ওপৰ সৱকাৱ নীতিৰ ভিন্নতা রয়েছে। কাৰণ, এৰুপ বাণিজ্যেৰ ক্ষেত্ৰে বহু দেশ অংশগ্ৰহণ কৰে। ফলে সৱকাৱেৰ বিভিন্ন নীতি ও উদ্দেশ্যেৰ ওপৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৱ কৰে। অভ্যন্তৰীণ বাণিজ্যে একই দেশেৰ উৎপাদন ব্যবস্থা ও রাজস্বনীতি একই রকম। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেৰ ক্ষেত্ৰে উৎপাদন ব্যবস্থা ভিন্ন।

